গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টি,ও-০১ অধিশাখা)
www.mincom.gov.bd

স্মারক নং ২৬.০০.০০০০.১৫৬.২২.০০৪.১৬.১৩৮

তারিখ: ০৭ চৈত্র ১৪২৪ / ২১ মার্চ ২০১৮

বিষয় : খসড়া বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০১৮ এর উপর মতামত/পরামর্শ প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, নতুন বাণিজ্য সংগঠন আইন প্রণয়নের বিষয়ে এফবিসিসিআইসহ অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে 'বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০১৮' এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য খসড়াটি অদ্য ২১ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mincom.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনের উপর নতুন মতামত/পরামর্শ (যদি থাকে) আগামী ০৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ০৫.০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মিরাজুল ইসলাম উকিল)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৬৯০০১
E-mail: to1@mincom.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ই-৬-বি, শেরে-বাংলা-নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. রেজিষ্ট্রার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা
১০. পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাণিজ্য সংগঠন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব, ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড এ্যাকাউনটেন্টস অব বাংলাদেশ, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
১২. সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল সি/এ, ঢাকা ।
১৩. সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি, বিসিআইসি ভবন (৪র্থ তলা), ৩০-৩১ দিলকুশা, ঢাকা।
১৪. সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২৩/১ পান্থপথ লিংক রোড, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১৫. সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা চেম্বার বিল্ডিং, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
১৬. সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা চেম্বার বিল্ডিং (৫ম তলা), ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
১৭. সভাপতি, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), প্লানাম টাওয়ার (১৩ তলা), ১৩/এ, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা।
১৮. সভাপতি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, চেম্বার হাউজ, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
১৯. সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, প্লট নং-২ (৩য় ও ৪র্থ তলা), (গুলশান-১ পোস্ট অফিসের সামনে), রোড নং-২৩/সি, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
২০. মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় এর একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২১. সচিব মহোদয় এর একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২২. সহকারী প্রোগ্রামার, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি বাণিজ্য

বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০১৮ (২১ মার্চ ২০১৮)

(চুড়ান্ত খসড়া)

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা হারাইয়াছে; এবং

যেহেতু ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭নং আইন) দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ ও সংশোধিত অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু Trade Organization (Amendment) Ordinance, 1984 এর মাধ্যমে Trade Organization Ordinance, 1961 এর কতিপয় ধারা সংশোধনপূর্বক প্রতিস্থাপিত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে Trade Organization Ordinance, 1961 রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণীত হইল-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-

(১) এই আইন বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—

এই আইনে, বিষয়ে বা প্রসঙ্গে পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে,-

(১) 'আইন' অর্থ বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০১৮;

(২) 'কোম্পানি আইন' অর্থ কোম্পানি গঠন, পরিচালনা ইত্যাদির জন্য বিদ্যমান কোম্পানি আইন;

(৩) 'প্রশাসক' অর্থ এই আইনের অধীনে নিযুক্ত প্রশাসক এবং এই আইন অনুসারে কর্মসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৪) **'সংঘবিধি'** অর্থ কোন বাণিজ্য সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই আইনে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী প্রণীত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত 'সংঘবিধি', এবং কোন বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ বা ক্ষেত্রমত প্রশাসক কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত অন্য কোন উপবিধি যা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত;

(৫) **'মহাপরিচালক'** অর্থ বাণিজ্য সংগঠন সম্পর্কিত কর্মসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মহাপরিচালক যিনি ন্যূনতম যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা হইবেন, এবং এই আইনের অধীনে মহাপরিচালকের কর্মসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৬) **'নির্বাহী কমিটি' বা 'পরিচালনা পর্ষদ'** অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি অনুসারে উহার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত 'নির্বাহী কমিটি' বা 'পরিচালনা পর্ষদ' বা অন্য কোন কমিটি উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(৭) **'লাইসেন্স'** অর্থ এই আইনের ৩ ধারার (১) উপ-ধারার অধীনে মঞ্জুরকৃত বা মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য কোন লাইসেন্স;

(৮) **'নির্বাহী কমিটির সদস্য' বা 'পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক'** অর্থ এই আইনের আওতায় গঠিত কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধি অনুসারে উহার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী কমিটির সদস্য বা পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ছাড়াও উহার সভাপতি বা চেয়ারম্যান, সিনিয়র সহ-সভাপতি বা সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, সহ-সভাপতি বা ভাইস-চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৯) **'সংঘস্মারক'** অর্থ অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংগঠন হিসাবে পরিচালিত কোন বাণিজ্য সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলী এবং কার্যপরিধি সম্বলিত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও নিবন্ধিত ঘোষনাপত্র;

(১০) **'নিবন্ধনবহি'** অর্থ এই আইনের অধীনে নিবন্ধক কর্তৃক সংরক্ষিত বা সংরক্ষিত বলিয়া বিবেচিত বণিজ্য সংগঠনসমূহের নিবন্ধনবহি, তবে ই-নিবন্ধনবহিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১১) **'নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন'** অর্থ এই আইনের অধীনে ও এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে লাইসেন্স প্রাপ্ত ও নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন;

(১২) **'নিবন্ধক'** অর্থ বিদ্যমান কোম্পানি আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত নিবন্ধক;

(১৩) **'বাণিজ্য সংগঠন'** অর্থ এমন সংগঠন যাহা-

(ক) কোম্পানি আইন অনুসারে সীমিতদায় কোম্পানি হিসাবে গঠিত হইবার যোগ্য;

(খ) এই আইনের ৩ ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট এলাকার বা বিভিন্ন ব্যবসা, শিল্প ও সেবাখাতের বা উহাদের কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী বাণিজ্য সংগঠন হিসাবে নিবন্ধিত সংগঠন, যাহা একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংগঠন হিসাবে পরিচালিত;

(গ) উহার তহবিল কিংবা আয় বা মুনাফা বা অন্যবিধ আয় উক্ত সংগঠনের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করা যাইবে, তবে উহার কোন অংশই উহার কোন সদস্য বা নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য বা পরিচালনা পর্ষদের কোন পরিচালকের মধ্যে লভ্যাংশ বা বোনাস কিংবা অন্য কোন আকারে বন্টন করা যাইবে না;

(১৪) **'অধ্যাদেশ'** অর্থ বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১;

(১৫) **'নিবন্ধন'** অর্থ এই আইন অথবা অধ্যাদেশের আওতায় বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে লাইসেন্স প্রাপ্তির পর কোম্পানি আইনের আওতায় নিবন্ধন;

(১৬) **'সচিব'** অর্থ বাণিজ্য সংগঠনের 'নির্বাহী কমিটি' বা 'পরিচালনা পর্ষদ' বা ক্ষেত্রমত, প্রশাসক-এর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে সংঘবিধি অনুযায়ী উক্ত সংগঠনের যাবতীয় কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(১৭) **'সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন'** অর্থ এমন নিবন্ধিত কোন বাণিজ্য সংগঠন যাহার ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কোন কার্যালয়ের অস্তিত্ব না থাকা অথবা পরপর ০২ (দুই) বৎসর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হওয়া বা পরপর ০২ (দুই) বৎসর মহাপরিচালক বরাবর অডিট রিপোর্ট এবং অন্যান্য রিপোর্ট-রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে উক্ত মেয়াদ অবসানে মহাপরিচালক কর্তৃক সুপ্ত বলিয়া ঘোষিত বাণিজ্য সংগঠন;

(১৮) **'ফেডারেশন'** অর্থ 'ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি' বা 'এফবিসিসিআই';

(১৯) **'এডহক কমিটি'** অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নতুন গঠিত বাণিজ্য সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত কমিটি;

(২০) **'উপদেষ্টা কমিটি'** অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রশাসক-এর কর্মসমূহ সম্পাদনে সহায়তা বা পরামর্শ প্রদান করিবার নিমিত্ত মহাপরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রশাসক কর্তৃক গঠিত কমিটি;

(২১) **'সালিসী ট্রাইব্যুনাল'** অর্থ ফেডারেশন কর্তৃক 'রেফারেন্স' নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে তিনের কম নয় ও পাঁচের অধিক নয় এমন সংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত ট্রাইব্যুনাল যা এতদস্বার্থে প্রণীত বা বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবে এবং সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ প্রদান করিতে পারিবে।

(২২) **'জয়েন্ট ট্রেড ওয়ার্কিং কমিটি' বা 'জেটিডব্লিউসি'** অর্থ বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাণিজ্য সম্প্রসারনের লক্ষ্যে ফেডারেশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি।

(২৩) **'বিধিমালা'** অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা;

(২৪) **'আপীল কর্তৃপক্ষ'** অর্থ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বা সচিব বা সিনিয়র সচিব বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যিনি মহাপরিচালকের পদমর্যাদার নিম্নে নন;

৩। **বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নিবন্ধন।**

(১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন সংগঠন বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে নিবন্ধিত হইবে না যতক্ষণ না উহা মহাপরিচালক বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে এই আইনের অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়;

(২) কোন বাণিজ্য সংগঠনকে এই আইনের অধীনে নিবন্ধনের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইবে না, যদি না উহা-

(ক) এই উপধারার (খ), (গ), (ঘ), (ঙ), (জ), (ঝ) ও (ঞ)-তে বর্ণিত বাণিজ্য সংগঠনমূহের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক গঠিত ব্যবসা, শিল্প ও সেবাখাতে নিয়োজিত সকল চেম্বার ও সমিতির 'ফেডারেশন' হয়; তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবসা, শিল্প ও সেবাখাতের চেম্বার ও সমিতিসমূহের ফেডারেশন হিসাবে নিবন্ধনের জন্য লাইসেন্স কোন একাধিক বাণিজ্য সংগঠনকে প্রদান করা হইবে না;

(খ) সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক গঠিত শিল্প ও সেবাখাতসমূহের চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ হয়; তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন লাইসেন্স একাধিক বাণিজ্য সংগঠনকে প্রদান করা হইবে না;

(গ) সুনির্দিষ্ট এলাকার, যেমন- জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকা বা উপজেলার ব্যবসা, শিল্প ও সেবাখাতসমূহের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য গঠিত কোন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি হয়; তবে শর্ত থাকে যে, একই জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকা বা উপজেলায় একাধিক চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'কে লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না;

(ঘ) সুনির্দিষ্ট ব্যবসা বা শিল্প বা সেবা বা একাধিক খাতের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য সমগ্র বাংলাদেশভিত্তিক গঠিত ব্যবসা বা শিল্প বা সেবা বা একাধিক খাতের জন্য কোন সমিতি হয়; তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন লাইসেন্স একাধিক বাণিজ্য সংগঠনকে প্রদান করা যাইবে না;

(ঙ) নারী উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক পরিচালিত সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক গঠিত ব্যবসা, শিল্প ও সেবাখাতের উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ হয়; তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন লাইসেন্স একাধিক বাণিজ্য সংগঠনকে প্রদান করা হইবে না;

(চ) সুনির্দিষ্ট এলাকার, যেমন- পৌরসভা বা শহরের ব্যবসা, শিল্প ও সেবাখাতসমূহের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য সংগঠিত কোন শহর সমিতি হয়; তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন শহর সমিতির নিবন্ধনের জন্য লাইসেন্স কোন একাধিক বাণিজ্য সংগঠনকে প্রদান করা হইবে না; আরও শর্ত থাকে যে, অনুরূপ শহর সমিতি যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অধিভুক্ত হইবে;

(ছ) সুনির্দিষ্ট এলাকার, যেমন- জেলা ও উপজেলার সুনির্দিষ্ট ব্যবসা বা শিল্প বা সেবাখাতের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য গঠিত কোন গ্রুপ হয়; তবে শর্ত থাকে যে, কোন সুনির্দিষ্ট এলাকায় সুনির্দিষ্ট ব্যবসা বা শিল্প বা সেবাখাতের প্রতিনিধিত্বকারী কোন একাধিক গ্রুপকেই লাইসেন্স প্রদান করা হইবে না;

(জ) জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার নারী উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা, শিল্প ও সেবাখাতসমূহের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য গঠিত কোন উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি হয়; তবে শর্ত থাকে যে, একই জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় একাধিক উহমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'কে লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না;

(ঝ) বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে এমন দেশ বা অঞ্চলের সাথে ব্যবসা, শিল্প ও সেবাখাতসমূহের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি হয়; তবে শর্ত থাকে যে, একই দেশ বা অঞ্চলভিত্তিক একাধিক যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'কে লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না;

(ঞ) বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে এমন দেশ বা অঞ্চলের সাথে ব্যবসা, শিল্প ও সেবাখাতসমূহের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য গঠিত একাধিক যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সমন্বয়ে চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর কোন এলায়েন্স হয়;

(৩) সরকার বা মহাপরিচালক যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তাবলী ও বিধি-নিষেধ আরোপ সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে এবং ঐ সকল শর্তাবলী ও বিধি-বিধান সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে এবং সরকার নির্দেশ প্রদান করিলে ঐ সকল শর্তাবলী ও বিধি-নিষেধ সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি অথবা উহার যেকোন একটিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৪) এই আইন ও ইহা প্রবর্তনের পূর্বে বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে মঞ্জুরকৃত কোন লাইসেন্স এই আইনের অধিনে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) লাইসেন্সধারী কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার নামের সহিত 'লিমিটেড' শব্দটির সংযোজন ব্যতিরেকেই একটি 'সীমিত দায়' কোম্পানী হিসাবে বিদ্যমান কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধিত হইবে এবং নিবন্ধিত হইলে উহা একটি সীমিত দায় কোম্পানির সকল অধিকার ভোগ করিবে এবং সীমিত দায় কোম্পানীর সকল বিধিবিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

(৬) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে কোন বাণিজ্য সংগঠনকে এই ধারার যে কোন বিধান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে এবং উক্ত অব্যাহতি পত্রে যেইরূপ শর্তাবলী উল্লেখ থাকিবে সেইরূপ শর্তাবলী তাহাদের উপর প্রযোজ্য হইবে।

(৭) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) কোন লাইসেন্সই কোন বাণিজ্য সংগঠনের অনুকূলে মঞ্জুর করা যাইবে না, যদি না উহার উদ্যোক্তাগণ বা সংগঠকগণ উহা গঠনের পূর্বে উক্ত বাণিজ্য সংগঠন গঠন করিতে তাহাদের অভিপ্রায়, উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ এবং সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখ ও স্থান উল্লেখ করিয়া উপধারা-২ এর (খ), (ঘ), (ঙ), (ঝ) ও (ঞ)-তে উল্লিখিত বাণিজ্য সংগঠনের

ক্ষেত্রে কম পক্ষে দুইটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে একটি জাতীয় ও একটি স্থানীয় বা আঞ্চলিক দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করিয়া থাকে।

(খ) রেজিস্ট্রার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হইতে নামের ছাড়পত্র গ্রহণ না করিয়া থাকে;

(গ) রেজিস্ট্রার, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হইতে নামের ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর উপধারা-২-এর (খ), (গ), (ঘ), (ঙ), (জ), (ঝ) ও (ঞ)-তে উল্লিখিত বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে এফবিসিসিআই'র মতামত এবং অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা বা মেট্রোপলিটন চেম্বারের মতামত গ্রহণ না করা হইয়া থাকে; তবে শর্ত থাকে যে, ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কোন মতামত প্রাপ্ত না হইলে উক্ত মতামত ছাড়াই মহাপরিচালক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৮) উপধারা-২ এর (খ), (গ), (ঘ), (ঙ), (জ), (ঝ) ও (ঞ)-তে উল্লিখিত কোন বাণিজ্য সংগঠন লাইসেন্স প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ফেডারেশনের সংঘবিধি অনুসারে ফেডারেশনের সহিত, এবং অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা বা মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্র'র সংঘবিধি অনুসারে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে অধিভুক্ত ছিল এমন কোন বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে নতুনভাবে অধিভুক্তির প্রয়োজন হইবে না।

(৯) এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত না হইয়া কোন সংগঠন বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে কর্ম সম্পাদন করিতে পারিবে না।

৪। **বাণিজ্য সংগঠনের নাম অনুমোদন, পরিবর্তন ও সংশোধন।**—

(১) মহাপরিচালক উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করিয়া কোন বাণিজ্য সংগঠন বা ফেডারেশনের আবেদন বা অভিযোগ অথবা ক্ষেত্রমত, জেলা বা মেট্রোপলিটন চেম্বারের আবেদন বা অভিযোগ অথবা স্বীয় বিবেচনায় কোন বাণিজ্য সংগঠনের নাম পরিবর্তন বা সংশোধনের আদেশ দিতে পারিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, আদেশ দানের পূর্বে রেজিস্ট্রার, যৌথ মুলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর এবং ফেডারেশন অথবা শহর সমিতি বা গ্রুপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা বা মেট্রোপলিটন চেম্বার হইতে এ বিষয়ে মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। তবে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কোন মতামত প্রাপ্ত না হইলে উক্ত মতামত ছাড়াই মহাপরিচালক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(২) উপধারা (১) এর আদেশ মোতাবেক নাম পরিবর্তন বা সংশোধনপূর্বক সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন বিদ্যমান কোম্পানি আইন অনুযায়ী আদেশ জারী হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পরিবর্তিত বা সংশোধিত নামের নিবন্ধন করিতে হইবে। তবে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৫। **লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল এবং নিবন্ধন বাতিলকরণ।**—

(১) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেকোন সময় কোন বাণিজ্য সংগঠন বা ফেডারেশনের আবেদন বা অভিযোগ স্ব-প্রণোদিত হইয়া শুনানির সুযোগ প্রদানপূর্বক –

(ক) কোন বাণিজ্য সংগঠন এই আইনের ৩ ধারার উপ-ধারা (৩), (৬), (৭) ও (৮) এবং ৪ ধারার উপ-ধারা (২)-এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল করিতে পারিবে;

(খ) কোন বাণিজ্য সংগঠন লাইসেন্সে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধনে ব্যর্থ হইলে অথবা লাইসেন্সে প্রদত্ত কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল করিতে পারিবে;

(গ) কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার সংঘস্মারকে বর্ণিত কোন উদ্দেশ্যে বহির্ভূত কোন কাজে লিপ্ত হয় তাহা হইলে উক্ত সংগঠনের অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল করিতে পারিবে;

(ঘ) কোন বাণিজ্য সংগঠন যদি উহার প্রতিনিধিত্বকারী স্বত্তা হারায় তাহা হইলে উক্ত সংগঠনের অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল করিতে পারিবে;

(ঙ) অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে কোন বাণিজ্য সংগঠনের অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) কোন বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স এই আইনের অধীনে প্রত্যাহার বা বাতিল করা হইলে উক্ত সংগঠন কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না এবং উক্ত সংগঠনের নামে কোন দপ্তর থাকিতে পারিবে না।

(৩) উপধারা ১-এর অধীনে লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল করিবার পর অথবা যে মেয়াদের জন্য লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল করা হইয়াছিল সেই মেয়াদ অবসানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্সের জন্য পুণরায় আবেদন করিতে পারিবে।

(৪) সুপ্ত বাণিজ্য সংগঠন বলিয়া ঘোষিত কোন বাণিজ্য সংগঠনকে কারণ দর্শানোপূর্বক উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৫) কোন লাইসেন্স প্রত্যাহার বা বাতিল করা হইলে উক্ত সংগঠনের নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **বাণিজ্য সংগঠনসমূহের একত্রীকরণ।**–

(১) দুই বা ততোধিক বাণিজ্য সংগঠন যদি কোন ব্যবসা বা শিল্প বা সেবাখাতে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া থাকে তাহা হইলে মহাপরিচালক কোন বাণিজ্য সংগঠনের আবেদন বা অভিযোগ বা ফেডারেশনের অভিযোগ বা স্বীয় বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনসমূহের শুনানী গ্রহণপূর্বক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী এই সকল সংগঠনকে একত্রীকরণ কিংবা এই সংগঠনসমূহের যে কোনটির লাইসেন্স বাতিল, যাহা তিনি উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(২) একত্রীকরণ আদেশ জারি হইবার পর একীভূত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি প্রণয়ন এবং উক্ত বাণিজ্য সংগঠন পরিচালনার জন্য মহাপরিচালক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন অথবা মহাপরিচালক একীভূত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি প্রণয়ন এবং উক্ত বাণিজ্য সংগঠন পরিচালনা করিবার জন্য 'প্রশাসক' নিয়োগ অথবা 'এডহক কমিটি' গঠন করিতে পারিবেন।

৭। **বাণিজ্য সংগঠন ব্যতীত অন্য কোন সংগঠন কর্তৃক কতিপয় শব্দ ব্যবহার না করা।**–

(১) নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন ব্যতীত কোন সংগঠনই এই আইন প্রবর্তিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন পর হইতে উহার নামে বা শিরোনামে 'ফেডারেশন' বা 'চেম্বার' বা 'এসোসিয়েশন' বা 'গ্রুপ' বা 'কাউন্সিল' বা 'এলায়েন্স' শব্দ ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(২) নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন ব্যতীত অন্যান্য সংগঠন (১) উপ-ধারায় উল্লেখিত শব্দগুলির কোনটি উহার নামে বা শিরোনামে থাকিলে উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে কিংবা যেইরূপ সুবিধাজনক মনে করিবে সেইরূপ উপায়ে উহার নাম বা শিরোনাম এমনভাবে পরিবর্তন করিবে যেন উহা হইতে উক্ত যেকোন শব্দ বিলুপ্ত হয়।

(৩) কোন সংগঠন (২) উপধারা অনুসারে উহার নাম বা শিরোনাম পরিবর্তন করিলে নিবন্ধক তাহার নিবন্ধন বহিতে সাবেক নাম বা শিরোনামের স্থলে নতুন নাম বা শিরোনাম লিপিবদ্ধ করিবেন এবং পরিবর্তিত নামে নিবন্ধন পত্র ইস্যু করিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন নাম বা শিরোনাম পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কোন অধিকার বা বাধ্যবাধকতাকে প্রভাবিত করিবে না বা উক্ত সংগঠনের কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন আইনী ব্যবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ করিবে না এবং যে আইনী ব্যবস্থা সংগঠন

কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে সাবেক নামে বা শিরোনামে চলমান ছিল সেই আইনী ব্যবস্থা উহার নতুন নামে বা শিরোনামে চলমান থাকিবে।

(৫) এই ধারার কোন কিছুই ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্প বা সেবাখাত ব্যতীত শিল্পকলা, বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি, ধর্ম, জনসেবা, ক্রীড়া, পেশাভিত্তিক বা সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন জনহিতকর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত কোম্পানি, সমিতি বা সংঘের বেলায় প্রযোজ্য হইবে না।

৮। **বাণিজ্য সংগঠনের শ্রেণিবিন্যাস।**–

(১) সরকার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনসমূহকে জাতীয় অর্থনীতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা বা শিল্প বা সেবাখাতে তুলনামূলক গুরুত্ব, স্থায়ী দপ্তর, সম্পদের পরিমাণ, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের পরিমাণ ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের সক্ষমতা বিবেচনা করিয়া বাণিজ্য সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যাস করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর বাণিজ্য সংগঠেনের জন্য ফেডারেশনকে প্রদেয় বার্ষিক সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ চাঁদার হার এবং প্রত্যেক বাণিজ্য সংগঠনকে উহার সদস্যগণ কর্তৃক প্রদেয় ভর্তি ফিসহ বার্ষিক সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ চাঁদার হার নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(২) উক্ত রূপে শ্রেণিবিন্যাসকৃত বাণিজ্য সংগঠনসমূহকে জাতীয় অর্থনীতিতে উহাদের তুলনামূলক গুরত্ব বিবেচনা করিয়া সরকার যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ সাধারণ বা বিশেষ অধিকার প্রদান করিতে পারিবে।

৯। **বাণিজ্য সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**–

(১) (ক) কোন বাণিজ্য সংগঠনকে সরকার কোন সরকারি সংস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থায় ব্যবসা বা শিল্প বা সেবাখাত সংক্রান্ত কোন আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রদান করিবার দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

(খ) ব্যবসা বা শিল্প বা সেবাখাতসহ দেশের সার্বিক বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ তথা সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনা ও নীতি নির্ধারণের বিষয়ে ফেডারেশনসহ সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের সুপারিশ ও মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(গ) সরকার বাণিজ্য সংগঠন এবং উহার সদস্যগণ কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশ ও মতামত ইত্যাদি আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারিবে;

(২) বাণিজ্য সংগঠনসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা, শিল্প ও সেবাখাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের নিমিত্ত সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও মেলার আয়োজন করিবে।

(৩) বাণিজ্য সংগঠনসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্য ও সেবার মান উন্নয়ন, চাহিদা নিরুপন, বাজারজাতকরণ তথা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৪) বাণিজ্য সংগঠনসমূহ সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন জনকল্যানমূলক কার্যক্রমে সহযোগিতা করিবে।

(৫) প্রতিটি বাণিজ্য সংগঠন নিজ উদ্যেগে সংগঠনের নামে ওয়েব সাইট স্থাপন করিবে এবং মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী যাবতীয় তথ্যাদি হালনাগাদ করিবে।

১০। **বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি।**–

(১) প্রতিটি বাণিজ্য সংগঠনের জন্য উহার উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও সংগঠন পরিচালনার যাবতীয় বিধি-বিধান উপধারা (২) ও (৩)-এ উল্লিখিত বিধানাবলী প্রতিপালনসহ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালার আলোকে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সংঘস্মারক ও সংধবিধি থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনে বর্ণিত কোন ধারা বা উপধারার বা প্রণীত বিধিমালার সহিত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধির কোন অসংগতি বিদ্যমান থাকিলে উহা অকার্যকর ও রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) প্রতিটি বাণিজ্য সংগঠনের 'নির্বাহী কমিটি' বা 'পরিচালনা পর্ষদ' এর গঠন, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বা পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক পদসংখ্যা, কমিটি বা পর্ষদের মেয়াদ, নির্বাচন এবং উহার কার্যাবলী এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালার আলোকে প্রণীত সংঘবিধি অনুযায়ী উহার 'নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ' বা ক্ষেত্রমত, প্রশাসক কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(৩) বাণিজ্য সংগঠনের 'নির্বাহী কমিটি' বা 'পরিচালনা পর্ষদ' বা ক্ষেত্রমত, প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত একজন ব্যক্তি বাণিজ্য সংগঠনের 'সচিব' হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। তিনি 'নির্বাহী কমিটি' বা 'পরিচালনা পর্ষদ' বা ক্ষেত্রমত, প্রশাসক-এর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে সংঘবিধি অনুযায়ী উক্ত সংগঠনের যাবতীয় কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন যিনি বিধি মোতাবেক বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইবে।

১১। **বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও রহিতকরণ ইত্যাদি।**–

(১) এই আইনে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে বা সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে যাহাই থাকুক না কেন,-

(ক) কোন বাণিজ্য সংগঠন সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত উহার সংঘস্মারক ও সংঘবিধি বা উহার কোন অংশের সংশোধন, সংযোজন, রহিতকরণ বা অন্যভাবে পরিবর্তন করিতে পারিবে না; এবং

(খ) সরকার যখনই কোন বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধিতে কোন ধরণের সংশোধন বা কোন কিছু সংযোজন বা পরিবর্তন বা রহিতকরণ সমীচীন মনে করিবে, তখনই লিখিত আদেশের মাধ্যমে আদেশে উল্লিখিত উপায়ে ও মেয়াদের মধ্যে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনকে উহার সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে উক্তরূপ সংশোধন বা সংযোজন বা পরিবর্তন বা রহিতকরনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন বাণিজ্য সংগঠন (১) উপ-ধারার (খ) দফার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ প্রাপ্ত হইলে আদেশে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত আদেশ পরিপালন করিতে ব্যর্থ হয় বা অবহেলা করে, তাহা হইলে সরকারের উপরিউক্ত আদেশই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং আদেশে উল্লেখিত মেয়াদের পর হইতে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধিতে সরকারের উক্ত আদেশ যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। **বাণিজ্য সংগঠনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যর্থতায় অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর।**–

এই আইনে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে বা সংঘস্মারক বা সংধবিধিতে যাহাই থাকুক না কেন, যদি দৈব-দুর্বিপাক বা সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে কোন বাণিজ্য সংগঠন যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে মহাপরিচালক স্বীয় উদ্যোগে বা উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের নিকট হইতে আবেদনপত্র গ্রহণপূর্বক লিখিত আকারে কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া বিলম্ব প্রমার্জনসহ অনুর্ধ্ব ১২ (বার) মাস অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করিতে পারিবেন এবং উক্ত বাণিজ্য সংগঠনকে তিনি মঞ্জুরকৃত সময়ের মধ্যে উক্ত সংগঠনের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যুক্তিসংগত মনে করিলে মহাপরিচালক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত সময়ের ধারাবাহিকতায় আরও অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১৩। **মহাপরিচালকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য।**–

(১) নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের কার্যাবলী মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে এবং উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের কার্যাবলী মহাপরিচালক সময়ে সময়ে যেইরূপ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ উপায়ে উহার কার্যাবলী পরিচালিত হইবে।

(২) এই আইনে বা প্রচলিত অন্যকোন আইনে কিংবা নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহাই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক-

(ক) অনুরূপ কোন বাণিজ্য সংগঠন কিংবা এতদসংশ্লিষ্ট কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বাণিজ্য সংগঠন সম্পর্কিত কোন তথ্য, দলিলপত্র, আয়-ব্যয়ের হিসাব, সদস্য তালিকা ও প্রতিবেদনসমূহ তাহাকে সরবরাহ করিবার জন্য কিংবা তৎসম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(খ) উহার যে কোন শাখা বা আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক বা সার্কেল বা লিয়াঁজো অফিস অথবা যেই সকল স্থানে কোন রেকর্ড পত্র বা দলিলপত্র সংরক্ষণ করা হইয়াছে সেই সকল স্থান পূর্ব নোটিশ প্রদান ব্যতীত তিনি বা তার মনোনীত কর্মকর্তা পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(গ) যেকোন বাণিজ্য সংগঠনের সাধারণ সভা বা নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ বা অন্য যে কোন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন অথবা কোন কর্মকর্তাকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করিতে পারিবেন;

(ঘ) যেকোন বাণিজ্য সংগঠন বা উহার আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক বা সার্কেলের কোন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করিতে পারিবেন অথবা পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করিবার জন্য কোন কর্মকর্তাকে দয়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন অথবা পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করিবার নিমিত্ত অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(ঙ) যেকোন বাণিজ্য সংগঠন কিংবা উহার আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক বা সার্কেল-এর যে কোন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে উক্ত নির্বাচনকে অকার্যকর বা বাতিল ঘোষণা অথবা পুন:নির্বাচনের আদেশ দিতে পারিবেন, যদি তিনি-

(i) স্বজ্ঞাণে; অথবা

(ii) প্রতিদ্বন্দ্বী কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন অভিযোগের তদন্তের ভিত্তিতে; অথবা

(iii) তদুদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে;

সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত নির্বাচন পরিচালনায় সংঘঠিত অনিয়ম উক্ত নির্বাচন বাতিলের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করে। এই ক্ষেত্রে উক্ত আদেশে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(চ) উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত যে কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত বাতিল, স্থগিত বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত এই আইন কিংবা তদাধীন প্রণীত কোন বিধি-বিধানের সহিত সঙ্গাতিপূর্ণ নহে অথবা উক্ত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে সংঘস্মারক ও সংঘবিধি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় নাই, অথবা উক্ত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের প্রতি সরকার বা মহাপরিচালক কর্তৃক জারিকৃত কোন নির্দেশাবলী, বিধি-বিধানের পরিপন্থী হয়;

(ছ) তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোন বাণিজ্য সংগঠনের কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য সমীচীন মনে করেন, তাহা হইলে, -

(i) উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটির অথবা পরিচালনা পর্ষদের এক বা একাধিক সদস্য বা পরিচালককে আত্নপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া অপসারণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য শূন্য পদ পূরণ করিতে বা পূরণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা প্রশাসক নিয়োগ বা এডহক কমিটি গঠন পূর্বক অবশিষ্ট মেয়াদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(ii) উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের যেকোন সদস্যকে আত্নপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ পূণ:র্বিবেচনা করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপবিধির অধীনে অপসারণ বা সাময়িক বরখাস্ত বা শূণ্যপদ পূরণ বা প্রশাসক নিয়োগ বা এডহক কমিটি গঠন সরকারের অনুমোদন ব্যতীত করা যাইবে না।

(চ) কোন বাণিজ্য সংগঠনে প্রশাসক নিযুক্ত হইলে প্রশাসক ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের সম্মানী বা পারিশ্রমিক বা দায়িত্ব ভাতা নির্ধারন করিতে পারিবেন;

(ছ) বাণিজ্য বা বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন বাণিজ্য সংগঠনকে কোন পরামর্শ বা সহযোগিতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(জ) কোন বাণিজ্য সংগঠনকে সরকারী বা জনকল্যানমূলক কোন কার্যক্রমে অংশ্রহন বা সহযোগিতা প্রদান করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(ঞ) কোন বাণিজ্য সংগঠনের কোন সদস্য বা ফেডারেশন বা ক্ষেত্রমত, জেলা বা মেট্রোপলিটন চেম্বারের অভিযোগ বা আবেদন অথবা স্বীয় বিবেচনায় কোন বাণিজ্য সংগঠনে বিদ্যমান কোন সমস্য বা দ্বন্দ নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৪। **নির্বাহী কমিটি বা পচিরালনা পর্ষদ বাতিল ও প্রশাসক নিয়োগ।–**

কোন বাণিজ্য সংগঠনের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে উহার নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করিয়া প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবেন, যেই ক্ষেত্রে-

(১) কোন বাণিজ্য সংগঠন বা ফেডারেশনের আবেদন বা অভিযোগ অথবা স্বীয় বিবেচনায় সরকারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন বা উহাদের কোন শাখা দপ্তরের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হইতেছে না এবং ব্যবসা বা শিল্প বা সেবাখাতের স্বার্থে পরিচালিত হইতেছে না, সেই ক্ষেত্রে লিখিত আদেশের মাধ্যমে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদকে আদেশে উল্লিখিত উপায়ে অপসারণ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদকে লিখিত নোটিশ এবং উক্তরুপে অপসারণের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান ব্যতীত এইরুপ আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) (ক) কোন নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ (১) উপধারার অধীনে অপসারিত হয়; অথবা

(খ) সরকারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণ ছাড়াই যথাসময়ে নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয় নাই; অথবা

(গ) কোন আদালত কর্তৃক নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদকে উহার কর্মসমূহ পালন করা হইতে বিরত করা হয়;

সেইক্ষেত্রে, সরকার যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপে উক্ত কমিটির কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য এবং উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের বা উহার কোন শাখা দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন প্রশাসক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হইলে কিংবা আদালতের আদেশ দ্বারা প্রশাসক নিয়োগাদেশ প্রত্যাহার করা হইলে, সরকার প্রশাসককে তৎকর্তৃক পরিচালিত দায়িত্ব নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদের অনুকূলে পরিত্যাগ করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপধারা ২ (ক) বা (খ) দফার অধীনে প্রশাসক নিযুক্ত হইবার পর নির্বাহী কমিটি পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ স্ব স্ব পদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরুপে প্রশাসক নিযুক্ত হইবার পর নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য বা পরিচালনা পর্ষদের কোন পরিচালক কোন কার্যক্রম বা দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন বাণিজ্য সংগঠনে এডহক কমিটি বা প্রশাসক নিযুক্ত থাকাকালীন উক্ত সংগঠনের কোন সদস্য ফেডারেশনে নির্বাচনে প্রার্থী বা ভোটার হইতে পারিবে না এবং ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে উক্ত সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব স্থগিত থাকিবে।

১৫। **প্রশাসককের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য।**–

(১) প্রশাসক মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থেকে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান বা নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(২) উপধারা (১) এ উল্লেখিত বিধি-বিধান বা নির্দেশার আলোকে প্রশাসক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন-

(ক) প্রশাসকের স্বীয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের সদস্যদের মধ্য হইতে একাধিক সদস্যদের সমন্বয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন;

(খ) প্রশাসকের মেয়াদের মধ্যে নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিমিত্ত নির্বাচন বোর্ড ও আপীল বোর্ড গঠন এবং উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিধান প্রণয়ন;

(গ) সাধারণ সভায় আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদন পাঠ সম্পর্কিত বিধানাবলী ব্যতীত বাণিজ্য সংগঠনের জন্য প্রযোজ্য বিদ্যমান কোম্পানি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার নির্দেশাবলী পরিপালন;

(ঘ) নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সভা ব্যতীত অপসারিত নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদে সাধারণ সভা স্থগিতকরণ;

(ঙ) যে মেয়াদের জন্য সাধারণ সভা স্থগিত করা হইয়াছে সেই মেয়াদে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ সদস্যদের অনুমোদন বা সম্মতি আবশ্যিক হইলে সেই কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) প্রশাসক ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের সম্মানী, ভাতা, পারিশ্রমিক ও সংগঠন পরিচালনার জন্য অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করিবার; এবং

(ছ) বাণিজ্য সংগঠন সুচারুরুপে পরিচালনার জন্য এই আইন এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ বিধান প্রণয়ন।

(৩) প্রশাসক ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের সম্মানী, ভাতা, পারিশ্রমিক এবং উক্ত সংগঠন কর্তৃক দায়েরকৃত বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনাসহ বাণিজ্য সংগঠন পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের তহবিল হইতে মিটানো হইবে।

১৬। **'জয়েন্ট ট্রেড ওয়ার্কিং কমিটি' বা 'জেটিডব্লিউসি'-এর কাযাবলী।**–

(১) এই আইনের অধীনে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন কাজ।

(২) বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী বণিজ্য সংগঠনের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

(৩) দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য বৃদ্ধির স্বার্থে সেমিনার, মতবিনিময় সভা, বাণিজ্য মেলা, প্রদর্শনী, প্রশিক্ষন ইত্যাদির আয়োজন।

(৪) বাণিজ্য সংগঠনসমূহ তথা উহার সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে সভা, সমাবেশ বা অন্য যেকোন কার্যক্রম গ্রহণ।

১৭। **বাণিজ্য সংগঠনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়েরের বিধি-নিষেধ।–**

(১) বিদ্যমান কোন আইন কিংবা নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক বা সংঘবিধিকে যাহাই থাকুক না কেন, কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের বা উহার নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদের কোন কার্যক্রম বা নির্বাচন বা নিয়োগ দানের বৈধতা বা শুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়া উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের বা উহার কোন সদস্যের বা নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য বা পরিচালনা পর্ষদের কোন পরিচালকের বিরুদ্ধে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের কোন সদস্য দ্বারা, বা অন্য কোন বাণিজ্য সংগঠন বা ব্যক্তি কর্তৃক কোন মোকাদ্দমা দায়ের বা আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না, যদি না উক্ত ব্যক্তি বা সংগঠন ফেডারেশন কর্তৃক 'রেফারেন্স' নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে স্থাপিত সালিসী ট্রাইব্যুনালে বিষয়টি 'রেফার' করিয়া বিধিমালা অনুসারে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদনপত্র পেশ করিয়া থাকে।

(২) এই ধারার কোন কিছুই এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে দায়েরকৃত কোন মোকদ্দমা বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করিবে না।

১৮। **নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের বাধ্যতামূলক সদস্য পদ।-**

(১) বিদ্যমান কোন আইনে কিংবা কোন বাণিজ্য সংগঠনের সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে কিংবা কোন চুক্তিপত্র বা অন্য কোন দলিলপত্রে যাহাই থাকুক না কেন, সরকার-

(ক) বিধিমালা প্রণয়ন সাপেক্ষে বা লিখিত আদেশ বলে যে কোন ব্যবসা বা শিল্প বা সেবাখাতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, অংশীদারি কারবার, কোম্পানি বা কোন প্রতিষ্ঠানকে কোন নির্দিষ্ট নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; অথবা

(খ) ব্যবসা বা শিল্প বা সেবাখাতের স্বার্থ সংরক্ষণে সমীচীন মনে করিলে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা উহাদের কোন শ্রেণীকে এতদস্বার্থে উক্ত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের কিংবা সংগঠনসমূহের সদস্য হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে কোন আদেশ বা প্রজ্ঞাপন জারির পর সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন উক্ত আদেশ বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহার সদস্য বলিয়া নির্দেশিত যে কোন ব্যবসায়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানকে উহার সদস্য হিসাবে স্বীকার বা গ্রহণ করিবে।

(৩) উপধারা (১) এর অধীনে কোন ব্যবসা বা শিল্প বা সেবাখাতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা অংশীদারী কারবার, কোম্পানী বা কোন প্রতিষ্ঠানকে কোন নির্দিষ্ট নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা সত্বেও উক্ত নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠন কর্তৃক সদস্যপদের আবেদন প্রত্যাখান করা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা অংশীদারী কারবার, কোম্পানী বা কোন প্রতিষ্ঠান মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে মহাপরিচালক যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন।

১৯। **সদস্যপদ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।–**

(১) কোন ব্যক্তি সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত সংখ্যক বাণিজ্য সংগঠনের অধিক সংগঠনের সদস্য হইতে পারিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি নিজ ট্রেড লাইসেন্সে বর্ণিত খাত ব্যতীত অন্য কোন খাতভিত্তিক এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে পারিবেন না;

(৩) কোন ব্যক্তি নিজ ট্রেড লাইসেন্সে বর্ণিত জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকা বা উপজেলা ব্যতীত অন্য কোন জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকা বা উপজেলা চেম্বারের সদস্য হইতে পারিবেন না। তবে একাধিক স্থানে বিদ্যমান শাখা অফিস বা কারখানার অনুকূলে ট্রেড লাইসেন্স বিদ্যমান থাকিলে কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট এলাকার বাণিজ্য সংগঠনেরও সদস্য হইতে পারিবেন।

(৪) এই আইনে বা অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন জাতীয় স্বার্থে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে সরকার কোন বিশেষ ব্যবসা বা শিল্প বা সেবাখাতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে একাধিক বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

২০। **পদে অধিষ্ঠিত থাকার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।**–

(১) কোন ব্যক্তি কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত বা নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের কোন পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না বা কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না, যদি-

(ক) কোন ব্যক্তি এই আইন অথবা বিদ্যমান অন্যকোন আইনে ফৌজদারী অপরাধ বা অন্য কোন অপরাধে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া দন্ডিত হন এবং দন্ড ভোগ শেষ হওয়ার তারিখ হইতে ০৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদ অতিক্রান্ত না হয়;

(খ) তিনি ঋণ খেলাফী হন অথবা হালনাগাদ কর, ভ্যাট, শুল্ক পরিশোধ না করিয়া থাকেন; তবে কোন পদে নির্বাচিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঋণ খেলাপী অথবা কর খেলাপী হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে উক্ত ঋণ বা কর পরিশোধ না করিলে উক্ত পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকেন;

(ঘ) তিনি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন;

(ঙ) তিনি দেউলিয়া হিসাবে ঘোষিত হওয়ার জন্য আবেদন করিয়া থাকেন;

২১। **আপীল।**–

(১) নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ বা প্রশাসকের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি বা কোন বাণিজ্য সংগঠন উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে সরকার নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক মহাপরিচালকের নিকট এবং মহাপরিচালকের সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ আপীলে আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করা হইলে মহাপরিচালক বা সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক বা মহাপরিচাকের সিদ্ধান্ত বা আদেশ স্থগিত রাখিতে পারিবে।

২২। **ক্ষমতা অর্পণ।**-

(১) সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মহাপরিচালকের অবর্তমানে অন্য কোন কর্মকর্তাকে এই আইনের সকল বা যে কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক লিখিত আদেশ দ্বারা এই আইনের অধীন তাঁহার যে কোন ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

২৩। **সরকার কর্তৃক মহাপরিচালকের কার্যাবলী সম্পাদন।**–

এই আইনে যাহাই থাকুক না কেন, সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারেন যে, মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত উপায়ে সরকার কর্তৃক প্রয়োগ করা হইবে এবং এই আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলীতে মহাপরিচালকের নিকট কোন আবেদন সরকারের নিকট আবেদন হিসাবে গন্য এবং কার্যকর হইবে।

২৪। **জরিমানা**

(১) যদি কোন ব্যক্তি বা বাণিজ্য সংগঠন এই আইনের কোন বিধান বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধি-বিধান বা আদেশ লংঘন করে বা উক্ত আইনের কোন বিধান বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধি-বিধান বা আদেশ বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে স্বীয় দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা বাণিজ্য সংগঠনকে সরকার অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা, ন্যূনতম দশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং ১৯ ও ২০ ধারার বিধানাবলী কিংবা তদধীনে ইস্যূকৃত কোন আদেশ বা প্রজ্ঞাপন যতদিন পর্যন্ত লংঘন করিবে উহার প্রতিদিনের জন্য সরকার একহাজার টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা করপোরেট সংস্থা হয়, তাহা হইলে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্ত অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, অপরাধটি তাহার জ্ঞানের বাহিরে সংঘটিত হইয়াছিল বা উক্ত অপরাধ প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি যথাযথ প্রচেষ্টা করিয়া ছিলেন।

২৫। আদেশ সংক্রান্ত অনুমান।–

যেই ক্ষেত্রে এই আইনের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি কোন আদেশ প্রদান করিয়াছেন বা উহা তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে আদালত ধরিয়া লইবে যে, উক্ত আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি কর্তৃক উক্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল।

২৬। দায়মুক্তি।-

(১) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(২) এই আইন কিংবা তদধীনে প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ বা নির্দেশ যাহা সরল বিশ্বাসে সম্পাদন করা হইয়াছে এমন কোন কিছুর জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা মোকদ্দমা বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

২৭। আইনের প্রাধান্য। -

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাণিজ্য সংগঠন বিষয়ে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

২৮। বিধিমালা প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।-

সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্যাবলী পূরণকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে। এই আইনের অধীনে বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান বিধিমালা কার্যকর থাকিবে।

২৯। স্পষ্টীকরণ।-

এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনরুপ অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বা কোন আদেশ দ্বারা উহা স্পষ্ট করিতে পারিবে।

৩০। রহিতকরণ ও হেফাজত।–

(১) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে The Trade Organization Ordinance 1961 (Ordinance No. 45 of 1961) রহিত বলিয়া গণ্য হইবে;

(২) উক্ত অধ্যাদেশটি রহিত হওয়ার পর।-

(ক) উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে ইতোপূর্বে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনসমূহ এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংগঠন হিসেবে গণ্য হইবে এবং এই সংগঠনসমূহের পরিচালনা পর্ষদ বা নির্বাহী কমিটি এই আইন অনুসারে স্বীকৃত বাণিজ্য সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদ বা নির্বাহী কমিটি হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকিবে এবং উহার কার্যাবলি সম্পাদন করিবে।

(খ) ইতোপূর্বে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সকল পরিসম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ তহবিল, ব্যাংক জমা ও ব্যাংক তহবিল এবং ঐ সকল সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত অপর সকল স্বার্থ এবং অধিকার হস্তান্তরিত হইয়া যাইবে এবং এই আইন অনুসারে স্বীকৃত বাণিজ্য সংগঠনের উপর বর্তাইবে।

(গ) ইতোপূর্বে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনসমূহ এই আইন কার্যকর হইবার পূর্ববর্তী সময়ের যাবতীয় দায়, দেনা এবং বাধ্যবাধকতা যাহাই থাকুক না কেন সরকার কর্তৃক অন্য কোনো নির্দেশনা না থাকিলে সেইগুলি উল্লিখিত বাণিজ্য সংগঠনসমূহের দায়, দেনা এবং বাধ্যবাধকতা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) ইতোপূর্বে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত কোন বাণিজ্য সংগঠন দ্বারা অথবা উহার বিরুদ্ধে কৃত সকল আইনগত ব্যবস্থা উক্ত বাণিজ্য সংগঠন কর্তৃক অথবা উহার বিরুদ্ধে কৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) চুক্তি বা সম্মতিপত্র বা চাকুরির শর্তাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইতোপূর্বে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত কোন বাণিজ্য সংগঠনের কর্মচারিগণের চাকুরি উক্ত বাণিজ্য সংগঠনে হস্তান্তরিত হইবে এবং তাঁহাদের উপর পূর্ববর্তী বাণিজ্য সংগঠন কর্তৃক যেইরূপ শর্তাবলী প্রযোজ্য ছিল তাঁহারা অনুরূপ শর্তাবলীর অধীনে নিযুক্ত উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না বাণিজ্য সংগঠন কর্তৃক কর্মচারীদের স্বার্থ পরিপন্থী কোন শর্তাবলী প্রতিস্থাপন করে।

(চ) বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর অধীনে অনুমোদিত বা প্রণীত সকল বিধিমালা ও নির্দেশাবলী এই আইন কার্যকর হইবার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল তাহা এই আইনের অধীনে অনুমোদিত বা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।